গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) : আব্বাসিয়া কমিউনিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা -সংবাদ

আব্বাসিয়া কমিউনিটি সর. প্রা. বিদ্যালয়

শিক্ষক সংকটে পাঠদান ব্যাহত

প্রতিনিধি, গৌরীপুর (ময়মনসিংহ)

৩টি শ্রেণী কক্ষে চলছে পাঠদান; শিক্ষক মাত্র একজন! শিশু শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ১৪২জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে। এটি ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার সহনাটী আব্বাসিয়া কমিউনিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। জানুয়ারি মাস থেকে এ বিদ্যালয়ে পাঠদান করছেন সহকারী শিক্ষক শরিফা সিদ্দিকা।

১৯৯৬ সালে স্থাপিত বিদ্যালয়টির ২০১৫ ও ২০১৬ সালে পিইসি পরীক্ষায় পাসের হার শতভাগ। নূতন শিক্ষক প্রদান ছাড়াই জানুয়ারি মাসে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোঃ ইলিয়াসকে বিভাগীয় প্রশিক্ষণে প্রেরণ করেন উপজেলা শিক্ষা অধিদপ্তর। এ সিদ্ধান্তে চরমভাবে ক্ষুব্দ বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মহিবুর রহমান জানান, ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে বিঘ্ন ঘটছে।

শিক্ষা দপ্তরের এমন উদাসীনতায় তিনি হতবাক! ৩টি ক্লাসে একজন শিক্ষক দিয়ে কিভাবে চলে, এমন প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন এ প্রতিনিধির নিকট। উপজেলা শিক্ষা অফিসে গেলে বিদ্যালয় থাকে বন্ধ। ৫ জনের এ বিদ্যালয়টিতে পালন করছেন শুধুমাত্র সহকারী শিক্ষক শরিফা সিদ্দিকা।

বিদ্যালয়ের ক্ষুব্দ অভিভাবকরা জানান, শোনেছি এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দাবি দিয়ে একজন মামলা করেছে, যিনি এ বিদ্যালয় কোথায় তাও চিনেন না। বিদ্যালয়টিতে শিশু শ্রেণীতে ১৭জন, ১ম শ্রেণীতে ২৭জন, ২য় শ্রেণীতে ২৯ জন, ৩য় শ্রেণীতে ২৬ জন, ৪র্থ শ্রেণীতে ২১ জন ও ৫ম শ্রেণীতে ২২ জন ছাত্রছাত্রীর পাঠদান চলছে।

বিদ্যালয়টির এমন দুর্দশায় ২০১২ সনের নভেম্বর মাস থেকে স্বেচ্ছাশ্রমে প্যারাশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন গৌরীপুর সরকারি কলেজের স্নাতক সমাজকর্ম বিভাগের ছাত্রী ফারজানা আক্তার লিজা। তিনি জানান, এ গ্রামে আমার জন্ম, গ্রামের শিশুদের আলোকিত হওয়ার জন্য শ্রম দিচ্ছি, এটাই পরমতৃপ্তি। ২মাস যাবত লিজার মতোই শ্রম দিচ্ছেন এইচএসসি উত্তীর্ণ তানিয়া সুলতানা।

ওদের পড়া ও কলেজে গেলে খুদে শিশুদের স্কুলে ঝুলে তালা! বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শরিফা সিদ্দিকা জানান, শিক্ষক শূন্যতার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসার জুয়েল আশরাফ জানান, সহনাটী আব্বাসিয়া কমিউনিটিসহ ৩টি বিদ্যালয়ে মামলা সংক্রান্ত জটিলতা থাকায় শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না।